ভালো কাজ,
ধারাবাহিকতা এবং এগিয়ে চলা

কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষানবিশি কর্মসূচি

Canada

International Labour Organization

শিক্ষানবিশি হলো কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ও প্রশিক্ষন কেন্দ্রের সমন্বয়ে পরিচালিত প্রশিক্ষন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরীর জন্য এটি বিশ্বব্যাপি একটি পুরনো ফলপ্রসূ উপায়। এর মাধ্যমে কর্মীর পেশাগত দক্ষতা এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির পথ সুগম হয়। এখানে একটি সুশৃঙ্খল উপায়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের সমন্বয়ে উপযুক্ত দক্ষতা ও জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে। বাংলাদেশে আইএলও (ILO) স্কিলস প্রোগ্রামের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই ক্ষেত্রেই শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের বিস্তার ও বৃদ্ধি ঘটছে। কর্মক্ষেত্র ও নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা অনুসারে দক্ষ কর্মীর সরবরাহ নিশ্চিত করাই হল এই শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। এই কর্মসুচী হল প্রচলিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরই সহায়ক একটি পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে কর্মসংস্থান প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কর্মক্ষেত্রে আসার প্রক্রিয়া আরও দ্রুততর করা, ব্যক্তি ও পেশাগত উন্নয়ন ও চাকরিতে প্রবেশ আরও সহজ করা যায়। তবে এই প্রক্রিয়াটি সহজ হওয়ার ফলে শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পেশাভিত্তিক দক্ষ শ্রমিকের চাকুরির সুযোগ আরো বেড়ে যাবে।

দক্ষ কর্মী সরবরাহের ভালো একটি পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষানবিশির বিষয়টি বাংলাদেশে এখনো একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি, এমনকি এ বিষয়ে চাকুরিদাতারাও খুব কম জানেন। এটা এদেশের জন্য খুবই সম্ভাবনাময় একটি পদ্ধতি এই জন্য যে, আমাদের দেশের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষন (টিভিইটি) প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম বাজারের চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কর্মী তৈরী করতে পারছে না। অধিকন্তু, কোন কোন কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরী করতে ব্যর্থ হয়।

"শিক্ষানিবিশি হলো এমন কোন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যাহাতে কোন মালিক কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া তাহাকে কোন শিক্ষাধীনতাযোগ্য পেশায় বা বৃত্তিতে প্রণালীবদ্ধভাবে পূর্বনির্ধারিত কোন মেয়াদের জন্য প্রশিক্ষন দিতে বা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে রাজি হন এবং উক্ত মেয়াদকালে উক্ত শিক্ষাধীন ব্যক্তি মালিকের অধীন চাকুরি করিতে বাধ্য থাকেন।
-"বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩"

২০১১ সালের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালাতেও (এনএসডিপি) শিক্ষানবিশির গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। "জোরদার শিক্ষানবিশ ব্যবস্থা" শিরোনামের অনুচ্ছেদ ১২-তে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নের জন্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতেই শিক্ষানবিশি ব্যবস্থাকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

এ পর্যন্ত কী করা হয়েছে

আইএলও-এর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কারিগরি শিক্ষা সংস্কার প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১ সালের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালায় (এনএসডিপি) শিক্ষানবিশিকে যুক্ত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক খাতের মধ্যে চামড়া, জাহাজ নির্মাণ ও তৈরী পোষাক খাতে শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ বিষয়ে আইএলও পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া অনানুষ্ঠানিক খাতে ১০টির অধিক পেশাতে পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসকল প্রকল্প বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি শিল্পখাত ও এনজিওদের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কানাডার সরকারের অর্থায়নে আইএলও-এর বাংলাদেশ স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি (B-SEP) প্রকল্প শিক্ষানবিশি ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আরো শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করতে বেসরকারী খাত, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে কাজ করছে। এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কীভাবে এই পদক্ষেপগুলোকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং এই পদক্ষেপগুলোকে টেকসই করতে আরও কী কী উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেসব বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো-

B-SEP প্রকল্পের অর্জন:

শিক্ষানবিশি বাস্তবায়নের কৌশল:

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্যে একটি শিক্ষানবিশি বাস্তবায়ন কৌশল তৈরি করতে আইএলও এর B-SEP প্রকল্প জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের (এনএসডিসি) সচিবালয়কে সহায়তা প্রদান করছে। খসড়া কৌশল পত্রটি বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে আছে।

বিএমইটিতে নিবন্ধন ও নজরদারির জন্যে কম্পিউটারাইজড ডেটা এন্ট্রির ব্যবস্থা:

শিক্ষানবিশি কর্মসূচির তথ্য সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে একটি কম্পিউটারাইজড ডেটা এন্ট্রি সিস্টেম তৈরি করার মাধ্যমে প্রকল্পটি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরো (বিএমইটি) এর অ্যাপ্রেন্টিসশীপ সেলকে শক্তিশালী করেছে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয়খাতের সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রগুলোর প্রয়োজনীয় তথ্য এই সিস্টেমে নিবন্ধিত আছে যাতে শিক্ষানবিশরা প্রশিক্ষণ শেষ করার পর বিএমইটি থেকে অ্যাপ্রেন্টিসশীপ এর সরকারি সনদ অর্জন করতে পারে।

আইএলওর-এর মানস্মমত শিক্ষানবিশি কর্মসুচির প্রসার:

প্রকল্পের সহায়তায় পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে শিক্ষানবিশদের জন্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করেছে। এগুলো হলো কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সিরামিকস, ফার্নিচার, ফার্মাসিউটিকেলস এবং ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি। সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলগুলোর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষানবিশ কর্মসূচী পরিচালিত হওয়ার ফলে এটা নিশ্চিত হয় যে শিক্ষানবিশগণ চাকুরিদাতাদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষনের মানদন্ড অনুসরন:

যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষনের মানদন্ড অনুসরন (NTVQF) করে নিবন্ধিত শিক্ষানবিশকে সংশ্লিষ্ট ট্রেড/পেশার একটি লগ বুক দেওয়া হয়, যাতে তার সুপারভাইজর/প্রশিক্ষক ধাপে ধাপে অর্জিত অগ্রগতিসমুহ লিখে রাখতে পারে। একজন দক্ষ সুপারভাইজর বা প্রশিক্ষক এর অধীনে কাজ করার সাথে সাথে তারা নির্দিষ্ট পেশার উপর যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করে। এছাড়াও, শিক্ষানবিশরা সফট স্কিলস যেমন গণনাযোগ্যতা, স্বাক্ষরতা এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। এছাড়াও কীভাবে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হবে সে বিষয়ে কর্মক্ষেত্রের সুপারভাইজার ও কারিগরদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠনিক খাতে শিক্ষানবিশি কর্মসূচির পরীক্ষা:

B-SEP প্রকল্প বাংলাদেশ এমপ্লয়ারস ফেডারেশন ও ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলসমুহের সহযোগিতায় পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচটি খাতে শিক্ষানবিশি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বেসরকারি খাতের প্রায় ৬৫টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ৬,০০০ তরুণ (২৭% মহিলা) আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i programme) প্রকল্প ও বেসরকারী সংস্থা বেইস এর এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ৫৫টি উপজেলায় অনানুষ্ঠানিক খাতেও শিক্ষানবিশি কর্মসূচি চালু হয়েছে। এতে মোটরসাইকেল মেরামত, বিউটি কেয়ার, ইলেকট্রনিক্সসহ ২৫টি পেশার আরও ৬,০০০ পুরুষ ও নারীকে (২৯% নারী) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে অংশগ্রহনকারী আনুষ্ঠানিক খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ১৫০-এর বেশি সুপারভাইজারদের এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের ২০০০-এর বেশি কারিগর/ওস্তাদকে শিক্ষানবিশি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কীভাবে এই পদ্ধতিকে টেকসইভাবে প্রচলন করা যায়

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী অংশীদারিত্ব ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, চাকরিপ্রাপ্তি ও শোভন চাকরির সুযোগ তৈরির দিক থেকে আইএলও-এর শিক্ষানবিশি পদক্ষেপগুলো সফল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে সদিচ্ছা থাকলে তুলনামূলক সহজেই শিক্ষানবিশি চালু করা যায়। এই পরিক্ষামূলক পদ্ধতিকে টেকসই ও নিয়মিতভাবে প্রচলন করতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে:

- শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমুহের মাঝে ব্যপক প্রচারনা করা
- আগ্রহী কোম্পানিগুলো শিক্ষানবিশি কর্মসূচি সম্পর্কে আরও জানতে বিএমইটির শিক্ষানিবিশি সেলের সাথে যোগাযোগ করা উচিৎ।
- শিক্ষানবিশির পদগুলোতে নতুন কর্মী নিয়োগ দেওয়ার জন্যে কোম্পানির ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিৎ। নারী-পুরুষ ও প্রতিবন্ধীসহ সবার জন্যে সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- বাছাইকৃত নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষানবিশের জন্যে কোম্পনির পক্ষ থেকে কর্মরত দক্ষ কর্মীকে সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া উচিৎ। প্রত্যেক সুপারভাইজার দশ থেকে বিশজন শিক্ষানবিশকে নিয়মিত কাজের মাধ্যমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেবেন।
- সনদপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশদেরকে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে বা আরও প্রশিক্ষণ ও চাকুরির সুযোগ খুঁজে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
- কর্মক্ষেত্রে কীভাবে শিক্ষানবিশি অন্তর্ভূক্ত করবে সে ব্যাপারে কোম্পানির হাতে একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। পরিকল্পনার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় থাকতে হবে, যেমন যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধায়ক, প্রশিক্ষণ সুবিধা ও উপকরণ এবং কাজের নিরাপদ পরিবেশ।
- কোম্পানিতে সুপারভাইজার ও দক্ষ কারিগরদের উপযুক্ত প্রশিক্ষন থাকা উচিৎ যাতে তারা শিক্ষানবিশদের যোগ্যতা-ভিত্তিক শিক্ষণ উপকরণ অনুসরণ করে প্রশিক্ষন প্রদান করতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোম্পানিকে সহায়তা করতে পারে।
- শিক্ষাবনবিশ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া কর্মীদের নাম নিবন্ধনের জন্যে বিএমইটিতে জমা দিতে হবে।
- প্রাত্যহিক কাজের ভেতরে ও বাইরে (সফট স্কিল-এর জন্যে) প্রশিক্ষণের অগ্রগতির নিয়ে নিয়মিত বিশেষণ ও নজরদারি চালাতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের অগ্রগতি বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্যে বিএমইটি ও প্রশিক্ষন কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে হবে।
- প্রশিক্ষন শেষে মূল্যায়ন ও সনদ প্রদানের জন্য বিএমইটি ও প্রশিক্ষন কর্তৃপক্ষকে অবহিত ও সহযোগিতা করতে হবে।
- কোম্পানির উচিৎ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা যাতে তারা তাদেরকে শিক্ষানবিশি চালুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করতে পারে ।

প্রসার ও স্থায়িত্বের জন্যে যা করা প্রয়োজন

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার ঘাটতি মেটাতে, প্রকৃত পরিবেশে দক্ষ কর্মী তৈরি করতে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক তৈরিতে শিক্ষানবিশি কর্মসূচি দারুণ সম্ভাবনা তৈরি করেছে, এই কর্মসূচির ব্যপক প্রসার ঘটাতে এখনও অনেকগুলো বাধার মোকাবেলা করতে হবে। সেগুলো হলো:

শিক্ষানবিশি কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা বিষয়ক উদ্যোগ

শিক্ষনবিশি বিষয়ক সুপারিশ ও নীতিমালার নিয়মিত মূল্যায়ন, শিক্ষানিবিশি কর্মসূচি পরিচালনা ও মনিটরিং, এর মূল্যায়ন ও সনদ প্রদান, শিক্ষানবিশির প্রয়োজনীয় অর্থায়ন প্রক্রিয়া সৃষ্টি, যুবক-যুবতিদের ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ, মালিকসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ে নিয়মিত ত্রিপক্ষীয় সামাজিক সংলাপ করা।

বিদ্যমান নীতিমালায় অনানুষ্ঠানিক খাতের শিক্ষানিবিশি কর্মসুচীসহ অন্যান্য সুপারিশমালাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

শিক্ষনবিশি বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা যার দায়িত্ব হবেঃ
ক) শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষানবিশি কর্মসূচি চালু করতে উদ্বুদ্ধ করা ও সক্রিয় রাখা।
খ) শিক্ষানবিশি কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা তৈরী করা। সুপারভাইজার/ দক্ষকর্মীদের শিক্ষনবিশি কর্মসূচীর কারিগরী বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
গ) শিক্ষানবিশিদের জন্যে প্রয়োজনীয় সফট স্কিলস ট্রেনিংয়ের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ করা।

শিক্ষানবিশি কর্মসূচির জন্যে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিলে অর্থায়ন প্রক্রিয়া চালু করা, খাত ভিত্তিক মজুরি নির্ধারন, এবং সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শিক্ষানবিশির জন্যে প্রয়োজনীয় সফট স্কিলস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা সহ খরচ বহন করতে কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলোকে সহযোগিতা প্রদান করা।

শিক্ষানবিশি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে টিভিইটি গ্র্যাজুয়েট, চাকুরিপ্রাত্যাশি ও কর্মরত কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্যে একটি কর্মপরিকল্পনা করা যাতে জীবনব্যপী শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

শিক্ষানবিশি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ

- শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারী ও বিদ্যমান কর্মীদের মধ্যে শিক্ষানবিশি সম্পর্কে সচেতনতার তৈরির জন্য সামাজিক প্রচারনার কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা, যাতে তাদেরকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষানবিশি কর্মসূচির দিকে মনোযোগী করা যায়।
- শিক্ষানবিশি কর্মসূচির সুফল দিকগুলো সম্পর্কে সকল খাতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা যাতে তাদের কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রবেশকারী ও বিদ্যমান কর্মীদের এই কর্মসুচীতে সংযুক্ত করা যায়।
- শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারীদের শিক্ষানবিশি কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্তির জন্য স্থানীয় এনজিও ও সামাজিক সংগঠনদের যুক্ত করা।
- শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর সব খাতে শিক্ষানবিশির প্রসার ঘটানো।
- শিক্ষানবিশি কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর খাত-ভিত্তিক একটি ডিরেক্টরি তৈরি করা।
- সংশিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ, চাকরিদাতা ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে সামাজিক সংলাপ অব্যাহত রাখা।
- শিক্ষানবিশি কর্মসূচিতে নারী, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী সম্প্রদায়, জাতিগত ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর যোগদানের জন্য সংশিষ্ট সামাজিক সংগঠন ও সংশিষ্ট সরকারি বিভাগ সমুহ যেমন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউনডেশন সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমুহকে যুক্ত করে ব্যপক প্রচারনা চালানো।
- নিবন্ধিত প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলোর উচিৎ যেসকল শিক্ষানবিশরা অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত আছেন তাদের জন্যে উপযোগী স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারেন।
- এনএসডিসি, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরো, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলসমূহের মধ্যে আরও শক্তিশালী সমন্বয় তৈরি করা, যাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরীতে শিক্ষানবিশি কর্মসূচি আরো জোরালো ভুমিকা পালন করে।

ILO Country Office for Bangladesh
Block-F, Plot 17/B&C, Sher-E-Bangla Nagar
Administrative Zone, Agargaon, Dhaka-1207, Bangladesh

Tel: + 880 2 55045009
IP Phone: 880 9678777457
Fax: + 880 2 55045010

Web: ilo.org/bangladesh
Facebook: @ilobangladesh
Twitter: @ilobangladesh

Copyright© International Labor Organization 2018